মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপিত
বাজেট ২০১৩-১৪ এর উপর
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর
বিশ্লেষণধর্মী প্রতিক্রিয়া

উপস্থাপনায়ঃ মোঃ সবুর খান, সভাপতি, ডিসিসিআই

তারিখ ঃ জুন ১০, ২০১৩
সময় ঃ দুপুর ১২টা

স্থান ঃ ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপিত বাজেট ২০১৩-১৪ এর উপর ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর বিশ্লেষণধর্মী প্রতিক্রিয়া। উপস্থাপনায় জনাব মোঃ সবুর খান, সভাপতি, ডিসিসিআই । তারিখ ঃ জুন ১০, ২০১৩, সময় ঃ দুপুর ১২টা, স্থান ঃ ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম (৬ষ্ঠ তলা)।

প্রস্তাবিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের আয় ব্যয়ের বিবরণ সম্বলিত এ বাজেট বর্তমান সরকারের ৫ম এবং শেষ বাজেট। এ বাজেটটি তিনটি সরকার যেমন ঃ বর্তমান সরকার, নির্বাচনকালীন সরকার এবং আগামীতে নির্বাচিত সরকার এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী এ বাজেট ঘোষণা করেছেন বলে আমরা মনে করি। এ বাজেটের মূল চ্যালেঞ্জ হবে এর বাস্তাবয়ন, কারণ সরকারের শেষ বাজেট হিসেবে ব্যয় বাড়ানোর চাপ থেকে এ বাজেটের আকার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বাজেটে উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছিঃ

- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটের আকার বিগত বছরের তুলনায় প্রায় ১৭.৫ শতাংশ বাড়িয়ে ২,২২,৪৯১ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে যা জিডিপির ১৮.৭ শতাংশ।

- রাজস্ব আয় প্রাক্কলন প্রায় ২০ শতাংশ বাড়িয়ে ১,৬৭,৪৫৯ কোটি টাকা নির্ধারন করা হয়েছে যা জিডিপির ১৪.১ শতাংশ।

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর পরিমান বিগত বছরের সংশোধিত এডিপি এর চেয়ে প্রায় ২৬ শতাংশ বাড়িয়ে ৬৫,৮৭০ কোটি টাকা নির্ধারন করা হয়েছে।

- বাজেটে ঘাটতির পরিমান ৫৫,০৩২ কোটি টাকা যা জিডিপির ৪.৬ শতাংশ।

- ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেয়া হবে ২৫,৯৯৩ কোটি টাকা (জিডিপির ২.২%), ব্যাংক বহির্ভুত উৎস থেকে নেয়া হবে ৭,৯৭১ কোটি টাকা (জিডিপির ০.৭%) এবং বাকী অংশ বৈদেশিক সূত্র হতে মেটানো হবে যা জিডিপির ১.৮%।

- বাজেটের প্রায় ৭৫ শতাংশ আসবে রাজস্ব আয় থেকে এবং বাকী ২৫ শতাংশ বাজেটে ঘাটতি রয়েছে।

- রাজস্ব আয়ের মধ্যে ৮১ শতাংশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন কর আরোপের মাধ্যমে আদায় করা হবে এবং এর পরিমান ১,৩৬,০৯০ কোটি টাকা।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেটে বেশকিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে যা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি ঃ

<u>বাজেটের ইতিবাচক দিকসমূহ ঃ</u>

১. **বাজেটে ভৌত অবকাঠামো খাতে (কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, যোগাযোগ, বিদ্যুত ও জ্বালানী) সর্বোচ্চ বরাদ্দ (৩০.১৮%) প্রদান করা হয়েছে।** এডিপিতেও অবকাঠামো উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

২. গত কয়েকটি বাজেটে জেলা বাজেট সম্পর্কে ধারনা দেয়া হয়েছিল। **টাংগাইল জেলার জন্য এবারের বাজেটে পরীক্ষামূলকভাবে জেলা বাজেট পেশ করা হয়েছে।** পরবর্তীতে আরও ৬ টি জেলার জেলা বাজেট প্রণয়ন করা হবে।

৩. **প্রস্তাবিত বাজেটে শিল্প খাতে কর অবকাশ সুবিধার মেয়াদ আরো ২ বছর বাড়ানো হয়েছে। বাজেটে ১৭টি শিল্প খাত, ১৭টি ভৌত অবকঠামো খাত, পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন, বস্ত্র উৎপাদনে কতিপয় উপকরণ, হস্ত শিল্প, পোল্ট্রি ফার্ম ইত্যাদির উপর কর অবকাশ সুবিধা অব্যাহত রয়েছে।** এছাড়া মৎস্য খামার, মাছ, চিংড়ি ও গবাদী পশুর খামারের আয়ের উপর কর হ্রাস করা হয়েছে।

৪. **বাজেটে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা কিছুটা বাড়ানো হয়েছে এবং বিনিয়োগের সীমা এক কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে দেড় কোটি টাকায় নির্ধারন করে এর শর্তও শিথিল করা হয়েছে।** মোট আয়ের ২০ শতাংশের পরিবর্তে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগ করার সুবিধা প্রদান এবং বিনিয়োগজনিত রেয়াতের পরিমান ১০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। এতে ব্যক্তি কর দাতাগণ বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন।

৫. **২০১৪ সালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ গ্রহণ এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি অটোমেটেড ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।** এছাড়া চাকুরীজীবীদের ক্ষেত্রে করমুক্ত বাড়ী ভাড়ার সীমা বৃদ্ধি, যাতায়াত ভাতার অব্যাহতি সীমা বৃদ্ধি, আয়কর রিটার্ণ ফর্ম সহজীকরণ সহ আরো কতিপয় উদ্যোগের ফলে চাকুরীজীবী করদাতাগণ উপকৃত হবেন।

৬. **বাজেটে ট্যাক্স নেট বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং দেশে নতুন করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫০ লাখ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে,** যদিও ২০১২-১৩ তে এ সংখ্যা ছিল ১১ লাখ। **কর নেট বাড়ানোর লক্ষ্যে এবারের বাজেটে এলাকা ভিত্তিক নূন্যতম কর হারের প্রস্তাব করা হয়েছে,** এতে ঢাকার বাইরের কর দাতাগণ কর প্রদানে আগহী হবে।

৭. **বর্তমানে মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রে আপীল কমিশনার এর কাছে আপীল আবেদন করার সময় ১০% দাবীর টাকা জমা দিতে হয়, আবার আপীল কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে আপীল করতে পুনরায় ১০% জমা দিতে হয়। এ বাজেটে ট্রাইব্যুনালে আপিল করে দ্বিতীয় বার জমা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।** এর ফলে একদিকে যেমন হয়রানি কমবে এবং অন্যদিকে ন্যায় বিচার পাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে।

৮. **শেয়ার লেনদেন হতে অর্জিত আয়কে করমুক্ত রাখার পাশাপাশি শেয়ারের ফেইস ভেল্যুর প্রিমিয়ামের উপর কর অব্যাহতি, বন্ড বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর অব্যাহতি, বেসরকারী মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের উপর কর রেয়াত সুবিধা এবং করমুক্ত ডিভিডেন্ড আয়ের সীমা বৃদ্ধি শেয়ার বাজারে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করবে।**

৯. **এসএমইদের স্বার্থ সংরক্ষণে বার্ষিক টার্নওভার ৭০ লাখ টাকা পর্যন্ত মূল্য সংযোজন কর মুক্ত ছিল, এ বাজেটে এ সীমা ৮০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া কুটির শিল্পে প্ল্যান্ট, মেশিনারিজ এবং ইকুইপম্যান্টে বিনিয়োগকৃত মূলধন সীমা অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে অনধিক ৪০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে এবং কুটির শিল্পে টার্নওভার সীমা ৪০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।**

১০. **মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক ৩ শতাংশ হতে হ্রাস করে ২ শতাংশ এবং মধ্যবর্তী কাঁচামালের শুল্ক ১২ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১০ শতাংশ নির্ধারন করা হয়েছে।** এছাড়া বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এর উপকরণ, টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল Artificial Filament Tow, সিরামিক শিল্পের উপকরণ কোবাল্ট অক্সাইড, সিআর কয়েল, আইসিটি খাতে ব্যবহৃত সার্ভার র‍্যাক, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, LED ল্যাম্প ও সোলার ল্যানটার্ণ, মিনিবাস চেসিস এবং চামড়া শিল্পের উপকরণ, জাহাজ শিল্পে ব্যবহৃত উপকরণের উপর শুল্ক কর হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়াও দেশে সুপারশপের প্রসারের জন্য Vat Registered Supershop কর্তৃক আমদানির ক্ষেত্রে কতিপয় পণ্যের সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।

১১. **মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাজেটে মূল্যস্ফীতি ৭.০ শতাংশ নির্ধারণ এবং মধ্য মেয়াদে ৫.৫ শতাংশে নেমে আসবে বলে বাজেটে বলা হয়েছে।**

১২. প্রস্তাবিত বাজেটে অসহায়-দুস্থ, বয়স্ক, বিধবা ও মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ ভিজিডি-ভিজিএফ এর মত প্রকল্পে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় উপকার ভোগীর সংখ্যা ও মোট বরাদ্দ দুটোই বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বাজেটে যেমন বেশকিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে তেমনি নেতিবাচক দিকও রয়েছে।

বাজেটের নেতিবাচক দিকসমূহ ঃ

১. **অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পিপিপি সংক্রান্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে যথেষ্ট আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে সে লক্ষ্যে কোন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেই।** মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় নিজেই উল্লেখ করেছেন পিপিপি আইন চূড়ান্ত হয়নি। এছাড়া প্রকল্প নির্ধারন, চুড়ান্তকরন, তালিকাভূক্তকরন ইত্যাদি কার্যক্রম দীর্ঘসূত্রীতায় আটকে আছে, একারনে পিপিপি এর আওতায় বিদেশী বিনিয়োগও আকৃষ্ট হচ্ছেনা।

২. **প্রতি বাজেটেই কয়লা নীতি প্রণয়নের কথা উল্লেখ থাকলেও এখন পর্যন্ত তা প্রণীত হয়নি।** এ বাজেটে কয়লা নীতি প্রণয়নের বিষয়টি আগামী সরকারের উপর ছেড়ে দেওয়ার কথা মাননীয় অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন। মনে করা যেতে পারে এ নীতিমালা প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রীতা পিপিপি এর সুফল পাওয়া প্রলম্বিত হবে।

৩. **ভাড়া-ভিত্তিক বিদ্যুতের উপর বেশী নির্ভরতা কোন ভাবেই দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয়। বাজেট বক্তৃতায় এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন কিছু বলা হয়নি এবং বড় ও মাঝারী স্থায়ী বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপনের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নেই।**

৪. **ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরনের কাজ ধীর গতিতে চলছে। প্রস্তাবিত বাজেটে এর কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।**

৫. **প্রতিবারের ন্যায় এবারও অপ্রদর্শিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করের সাথে ১০% কর অর্থ্যাৎ আয়ের ২.৫% হারে জারিমানা দিয়ে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এ অপ্রদর্শিত অর্থ জমি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়ে বিনিয়োগ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।**

৬. **মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্ক ২ শতাংশ পরিমান হ্রাস করা হলেও কতিপয় মধ্যবর্তী পণ্যের উপর আবার ৫ শতাংশ হারে রেগুলেটরী ডিউটি আরোপ করা হয়েছে। সরাসরি মধ্যবর্তী পণ্য নয় এমন পণ্য চিহ্নিত করে যে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে তার যথার্ততা বাজেটে উল্লেখ নেই।**

৭. ৫,০০০ লিটারের কম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এলপিজি সিলিন্ডারের উপর ১০% হারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

৮. সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ এবং উন্নত দেশসমূহে কর্পোরেট করের হার বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম। **এ বাজেটে কর্পোরেট কর হ্রাসের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট পরবর্তী সংবাদ সরম্মলনে কর্পোরেট কর হ্রাসে তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু তিনি তা করে যেতে পারেননি বলে উল্লেখ করেছেন।**

৯. **Spice premix VAT registered foodstuffs manufacturers (০৯১০.৯১.৯১ কোডভুক্ত) এর শূল্ক ১২% থেকে বাড়িয়ে ২৫% করা হয়েছে। কিন্তু চানাচুর, পটেটো চিপস, নুডুল্‌স্ এবং স্পাইসি বিস্কুট আমদানীর উপর আমদানি শুল্ক অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে এবং বিস্কুট আমদানীর উপর সম্পূরক শুল্ক কমানো হয়েছে, ফলে এই সব পণ্যের দেশী উৎপাদকরা টিকে থাকতে পারবে না।**

১০. **নিউজ প্রিন্ট কাগজ আমদানিতে আমদানি শুল্ক ৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছে।**

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

এতক্ষন বাজেটের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে বললাম। বাজেটে অর্থ সংস্থানে যেমন ঝুঁকি রয়েছে তেমনি বাস্তবায়নেও মারাত্নক ঝুঁকি রয়েছে, এ বিষয়ে আমি সংক্ষেপে তুলে ধরছিঃ

বাজেটের মূল চ্যালেঞ্জ বা বাজেটের ঝুঁকিসমূহ ঃ

১. **বিদায়ী অর্থবছরের রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নাই, এ পর্যন্ত মাত্র ৬৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। বছর শেষে রাজস্ব আহরণ লক্ষ্যমাত্রার ৮০-৮৫ শতাংশের বেশী হবে বলে মনে হয়না।** এছাড়া বাজেটে আমদানি পর্যায়ে মৌলিক কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতিসহ আরও বেশ কিছু পণ্যের শুল্ক কর হ্রাস করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বেসরকারি বিনিয়োগ বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য এবং বেসরকারি বিনিয়োগের শ্লথ গতির সম্ভাবনা রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাস্তব সম্মত নয় বলেই মনে হয়। কাজেই বাজেটের অন্যতম ঝূঁকি হলো অর্থ সংস্থান।**

২. ২০১২-১৩ অর্থবছরে বৈদেশিক উৎস থেকে বাজেটের ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮,৫৮৪ কোটি টাকা, কিন্তু অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে মাত্র ১,৬৪৭ কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহিত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৮.৮৬ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে উল্লেখিত ১৭,১৮৩ কোটি টাকার যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা বাকী তিন মাসে অর্জণ কোন ভাবেই সম্ভব নয়। **কাজেই বৈদেশিক উৎস থেকে বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে ২১,০৬৮ কোটি টাকার সংস্থান বাস্তবতার আলোকে খুবই ঝূঁকিপূর্ণ।**

৩. বাজেটে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুদূর প্রসারী তেমন কোন পরিকল্পনা নেই। **বাংলাদেশে বর্তমান মাথাপিছু আয় অনুযায়ী দেশে বিনিয়োগের হার হওয়া প্রয়োজন জিডিপির অন্তত ৩১ শতাংশ।** ২০১২-১৩ তে বিনিয়োগের পরিমান কিছুটা বেড়ে জিডিপির ২৬.৮৫% হয়েছে, যা মূলতঃ সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির

জন্য হয়েছে। **জিডিপির অংশ হিসেবে সরকারি বিনিয়োগ ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এক শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৭.৯ শতাংশ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৯ শতাংশ হয়েছে।** শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংযোগ না পাওয়া, ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ হার, অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি কারনে বেসরকারীখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। **এতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ১২ বছর মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ভিশন ২০২১ এ উল্লেখিত বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। এ সকল বিষয়ে প্রস্তাবিত বাজেটে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন ছিল।**

৪. **এডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে। মোট এডিপি বাজেটের ৬৫,৮৭০ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ২৩ শতাংশ অর্থাৎ ১৫,২১৬ কোটি টাকা এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে পদ্মা সেতুর জন্য এ বাজেটে ৬,৮৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা এডিপিতে যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে মোট বরাদ্দের ৪৫ শতাংশ। কাজেই পদ্মা প্রকল্পের বরাদ্দকৃত টাকা খরচ করা না গেলে এডিপির বড় অংশ অব্যবহৃত থাকবে।**

৫. **বিদায়ী অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭.২ শতাংশ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হ্রাস পেয়ে ৬.০৩ শতাংশে নেমে এসেছে। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এ প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে কম। আগামী অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাও ধরা হয়েছে ৭.২ শতাংশ। দেশে নির্বাচনী বছরকে সামনে রেখে রাজনেতিক অস্থিতিশীলতা, আমদানি রপ্তানি লক্ষমাত্রা পূরণ না হওয়া, বেসরকারি বিনিয়োগ আশাব্যাঞ্জক না হওয়া, বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর স্থায়ী সমাধান না হওয়া ইত্যাদি কারনে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয় বলে মনে হয়। যদিও ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.৬ শতাংশ হওয়ার কথা ছিল।**

সুপারিশমালা ঃ

১. **অপ্রদর্শিত অর্থ জমি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়ে বিনিয়োগ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এতে জমির মূল্য বেড়ে যাবে। উৎপাদনশীল খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ হ্রাস পাবে। অপ্রদর্শিত অর্থ এ ধরনের অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের সুযোগ না দিয়ে শুধুমাত্র উৎপাদনশীল খাতেই অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ রাখা প্রয়োজন ছিল।** ব্যবসা এবং বিনিয়োগকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে বাংলাদেশে অনেকেই অনেকটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে তাদের জমানো অর্থ জমি ক্রয়, ইমারত নির্মাণসহ বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করছে। ফলে আমাদের জমির মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ না হওয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরী না হওয়ায় দেশে বেকারত্ব বেড়ে চলেছে। **আপনারা জানেন ঢাকা চেম্বার এবছর দেশব্যাপী ২০০০ নতুন তরুন উদ্যোক্তা তৈরীর মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন জায়গা। জমির মূল্য আরও বেড়ে গেলে দীর্ঘ মেয়াদে এটি ব্যপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কাজেই অপ্রদর্শিত অর্থ জমি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়ে সুযোগ না দিয়ে শুধুমাত্র নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে বিনিয়োগ করার সুযোগ কিম্বা নতুন উদ্যোক্তা তৈরীতে বিনিয়োগ করার সুযোগ দেয়ার জন্য আপনাদের মাধ্যমে জোড়ালো সুপারিশ করছি।**

২. মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে পিপিপি প্রকল্পের ধারনা দিয়েছিলেন এবং এ বাবদ তখন ২,৫০০ কোটি বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। এর পর থেকে প্রতিবছর ৩০০০ কোটি টাকা করে বাজেটে বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। তবে এ বিষয়ে আশানুরূপ ফল লক্ষ্য করা যায়নি। **মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেট বক্তৃতায় নিজেই উল্লেখ করেছেন পিপিপি আইন এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এছাড়া প্রকল্প নির্ধারণ, চূড়ান্তকরণ, তালিকাভুক্তিকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম দীর্ঘসূত্রীতায় আটক আছে। যে কারণে এক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট হচ্ছে না। অনতি বিলম্বে পিপিপি সংক্রান্ত নীতিমালা সহ সকল কাঠামো, পিপিপি আইন ও গাইডলাইন চূড়ান্ত করা প্রয়োজন।**

৩. ভাড়া-ভিত্তিক বিদ্যুতের উপর বেশী নির্ভরতা দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনীতির জন্য সুখকর হবেনা। **ভাড়া-ভিত্তিক বিদ্যুতের উপর অতি নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে বড় ও মাঝারী আকারে স্থায়ী বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপন করা প্রয়োজন। ভাড়া-ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থেকে কবে নাগাদ বের হয়ে আসা যাবে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সময় সীমা বাজেটে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল।**

৪. কয়লা নীতি দ্রুত প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। বাজেটে কয়লা নীতি প্রনয়ণের ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতা লক্ষ্য করা গেছে। **কয়লানীতি প্রনয়ণের দায়িত্ব পরবর্তী সরকারের উপর ছেড়ে দেয়া যুক্তিসঙ্গত হয়নি। এ ব্যাপারে স্থানীয় জনগন, পরিবেশবাদী, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ এবং সরকারের মাঝে আলোচনার মাধ্যমে কয়লা উত্তোলন বা খনন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে কয়লা নীতি প্রসঙ্গে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।**

৫. **ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ যাতে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হয় সেজন্য বাজেটে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন।**

৬. **জানজটের কারনে বাংলাদেশে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রয়োজন, কারন ঘন্টার পর ঘন্টা ট্রাফিক জামে আটকে থাকার ফলে জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। আধা ঘন্টায় কলকাতা যাওয়া যায়, অথচ ঢাকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে ৩-৪ ঘন্টা লাগে। কাজেই জানজট নিরসনে এ বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।**

৭. অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর আওতায় পাঁচটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। **পিপিপির মাধ্যমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) করার কথা থাকলেও বাজেটে এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়নি। পিপিপি এর মাধ্যমে SEZ করার পূর্ণাংগ দিক নির্দেশনা প্রয়োজন।**

৮. **অন্যান্য বারের ন্যায় এ বছরও জাতীয় বাজেটে বিদ্যমান ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক হতে প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। গত বাজেটে ব্যাংক থেকে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩,০০০ কোটি টাকা যা পরবর্তীতে আরও বাড়িয়ে সংশোধিত বাজেটে ২৮,৫০০ কোটি টাকা করা হয়। এবারও এ চিত্রের পুনরাবৃত্তি হলে বেসরকারি খাতে অর্থায়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। এছাড়া বর্তমানে ব্যাংক থেকে অতি উচ্চ সুদ হারে ঋণ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এমনিতেই দুরূহ হয়ে পড়েছে। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেসরকারি বিনিয়োগের স্বার্থে ব্যাংকিং খাত হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ সহনীয় মাত্রায় নামিয়ে আনা একান্ত প্রয়োজন।**

৯. **টার্ন ওভার করের টার্ণ ওভার সীমা এবং কুটির শিল্পে প্ল্যান্ট, মেশিনারিজ ও ইকুইপম্যান্টে বিনিয়োগকৃত মূলধন সীমা বাড়ানো হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত ভাল সিদ্ধান্ত হলেও এর সুফল পাওয়া কষ্টকর। কারন সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তাগণ এসব শিল্পকে টার্ণওভার করের আওতায় বা কুটির শিল্পের আওতায় নিতে নিরুৎসাহিত হয়। কাজেই বাজেটে উল্লেখিত সুবিধাকে অর্থবহ করতে হলে টার্ণওভার যোগ্য পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প টার্ণ ওভার সুবিধা না নিলে এলাকার কর্মকর্তাকে জবাবদিহি করতে হবে।**

১০. **বাজেটে শেয়ার বাজারের জন্য বেশ কিছু স্বল্প মেয়াদি প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। বাস্তবে এসব প্রণোদনা থেকে সুফল পেতে হলে স্থায়ী সমাধান হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের এগিয়ে আসতে হবে। এ লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার আবারও শেয়ার বাজারে তালিকা ভূক্ত কোম্পানির কর্পোরেট কর ২৭.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১৫ শতাংশ করার সুপারিশ করছে।**

১১. মুসক আইনের ৯ ধারার ১ উপধারায় একটি নতুন অনুচ্ছেদ যোগ করার ফলে অনেকগুলো উপকরণের মধ্যে একটি মাত্র উপকরণের মূল্য ৫% এর অধিক বৃদ্ধি পেলেই (অন্যান্য উপকরণের দাম যদি কমেও যায়) পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিতে হবে এবং সেই মর্মে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে, অন্যথায় বর্ধিত মুল্যটুকুর উপর পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে না। এই আইন পণ্যের মূল্য নির্ধারনে উৎপাদকের অধিকার অস্বীকার করেছে। হাইকোর্টের দেওয়া রায় অনুযাযী মুল্য নিরূপণের সকল ক্ষমতা পণ্যের উৎপাদকের। **মুসক আদায়ের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ হয়রানি ও দুর্নীতি হয় তার ৬০% হয় মুল্য অনুমোদন নিয়ে, এই সংশোধনের ফলে তা আরও ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। কাজেই এ ধারাটি প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।**

১২. প্রতি বছর চেম্বার এবং এসোসিয়েশনগুলো ব্যবসা-বানিজ্য বান্ধব পরিবেশ উন্নতকরনের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্যে প্রস্তাবনা সরকারের নিকট প্রেরণ করে থাকে। এর মধ্যে কোন প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করা হলো অথবা কোন প্রস্তাবগুলো কী কী কারণে গ্রহণ করা সম্ভব হলো না তার বিবরণ কখনও জানা যায় না। এতে বেসরকারিখাত কর্তৃক প্রণীত বাজেট সুপারিশমালার তাৎপর্য ব্যবসায়ী সমাজ তথা পুরো জাতি জানতে পারে না। কাজেই চেম্বার এবং এসোসিয়েশনগুলো কর্তৃক প্রেরীত সুপারিশের বাস্তবায়ন চিত্র বাজেটে সংযোজনী আকারে প্রকাশ করা হলে পুরো জাতি উপকৃত হবে।

১৩. বাজেট বাস্তবায়নে সুশাসনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অবকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্ণীতি শতকরা একশতভাগ প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলে উন্নয়ন বাজেট হবে অপরাজনীতির অন্যতম উৎস। উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে সঠিক Planning, Design এবং দিক্‌নির্দেশনা না থাকায় দেশ ক্রমশঃ অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। বিরোধীদলকেও এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। **উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে বিরোধীদল সঠিক Planning, Design এবং দিক্‌নির্দেশনা দিলে তাদের অবস্থান সম্পর্কে জাতি জানতে পারবে। উন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পসমূহ শতভাগ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ নেই এবং এ লক্ষ্যে বাজেটে কোনো বরাদ্দ লক্ষ্য করা যায় না। কাজেই ঢাকা চেম্বার মনে করে, এসব প্রকল্পগুলো শতভাগ কমপ্লায়েন্স করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।**

১৪. রাজস্ব আহরনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এর আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। বাজেটে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন এবং বরাদ্দ থাকা দরকার।

১৫. বাজেট বাস্তবায়ন করতে হলে দেশে সুশাসন এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এ বিষয়ে বাজেটে একটি সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বাজেট হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের আয়না বা ভিত্তি। বাজেটের মূলভিত্তি হওয়া প্রয়োজন উন্নয়ন। বাংলাদেশে এর ব্যত্যয় ঘটার কারনে এ দেশ সবদিক থেকেই পিছিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই দেশের সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনা বাজেটে বাস্তবতার আলোকে প্রতিফলন ঘটুক, এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার উপস্থাপনা এখানেই শেষ করছি।

এতক্ষন ধৈর্য্য সহকারে প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে ঢাকা চেম্বারের বিশ্লেষণধর্মী প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

মোঃ সবুর খান
সভাপতি, ডিসিসিআই

জুন ১০, ২০১৩